তেহরানে কূটনৈতিক তৎপরতা, বিশ্ববাজারে কিছুটা কমল তেলের দাম

আমার বার্তা ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনা প্রশমনে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরুর মধ্যে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমেছে। আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্ক ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেলপ্রতি ১১৫ ডলারের নিচে নেমে এসেছে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামেও পতন দেখা গেছে। সোমবার গ্রিনিচ মান সময় সকাল ৯টা ৫৯ মিনিট (বাংলাদেশ সময় ৩টা ৫৯ মিনিট) পর্যন্ত ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ১ দশমিক ৬৩ শতাংশ কমে ব্যারেলপ্রতি ১১৪ দশমিক ৮২ ডলারে নেমে আসে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের অপরিশোধিত তেলের ফিউচার মূল্য ২ শতাংশ কমে ব্যারেলপ্রতি ১০১ দশমিক ১৯ ডলারে দাঁড়ায়।

মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আশঙ্কার মধ্যে তেলের দামে এ পতনকে কূটনৈতিক অগ্রগতির সম্ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করা হচ্ছে। তেহরানে ইরানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর প্রতিনিধিদের বৈঠক শুরু হয়েছে। অঞ্চলটির উত্তেজনা কমানো এবং সংঘাত এড়ানোর লক্ষ্যে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর আগে রবিবার কাতারের মধ্যস্থতাকারীরা আঞ্চলিক অস্থিরতা প্রশমনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তেহরান সফর করেন। তাদের এ সফরের পর ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ১ দশমিক ৭ শতাংশ কমেছিল। কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত থাকায় বাজারে যুদ্ধের ঝুঁকি কিছুটা কমতে পারে- এমন প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে।

তবে দাম কমলেও আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্য এখনও ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলারের গুরুত্বপূর্ণ সীমার ওপরে রয়েছে। অর্থাৎ, কূটনৈতিক উদ্যোগের মধ্যে সাময়িক স্বস্তি দেখা দিলেও জ্বালানিবাজারে অনিশ্চয়তা কাটেনি। মধ্যপ্রাচ্য বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এ অঞ্চলে সামরিক সংঘাত বাড়লে তেল উৎপাদন ও পরিবহন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালির মতো গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটলে আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহ সংকটের আশঙ্কা বাড়তে পারে। এর প্রভাব পড়ে অপরিশোধিত তেলের দাম এবং পরিবহন ব্যয়ের ওপর।

অন্যদিকে, উত্তেজনা প্রশমনে কার্যকর কূটনৈতিক অগ্রগতি হলে সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ কমতে পারে। এতে তেলের দামে নিম্নমুখী চাপ তৈরি হওয়ার সুযোগ থাকে। তেহরানে চলমান বৈঠক ও কাতারের মধ্যস্থতার উদ্যোগকে কেন্দ্র করে বাজারে সাম্প্রতিক দরপতনের পেছনে এমন প্রত্যাশা কাজ করছে। তবে তেলের দাম পরবর্তী সময়ে কোন দিকে যাবে, তা নির্ভর করবে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি, মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথে জ্বালানি পরিবহনের স্বাভাবিকতা ফিরে আসার ওপর। সংঘাতের আশঙ্কা আবার বাড়লে তেলের দামও নতুন করে ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে। তাই বলা যায়, কূটনৈতিক তৎপরতার মধ্যে বিশ্ববাজারে তেলের দামে পতন দেখা গেলেও দাম এখনও উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির ওপরই আপাতত জ্বালানিবাজারের গতিপথ অনেকাংশে নির্ভর করছে। সূত্র: আল-জাজিরা

খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ : খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক: দীর্ঘ মেয়াদে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী আফরোজা খানম। গতকাল সচিবালয়ে মন্ত্রীর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দারের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ মন্তব্য করেন তিনি।খাদ্যমন্ত্রী বলেন, গত অর্থবছর পাকিস্তান থেকে ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল আমদানি করা হয়েছিল, চালের মানও সন্তোষজনক ছিল। বাংলাদেশে বর্তমানে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুত রয়েছে। তবে দীর্ঘ মেয়াদে খাদ্যশস্যের গুণগত মান বজায় রেখে সংরক্ষণ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিনিময় বাংলাদেশের খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করতে সহায়ক হবে। এ বিষয়ে পাকিস্তানের সহযোগিতা আশা করেন মন্ত্রী।

খাদ্যমন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে উভয় দেশের জনগণ উপকৃত হবে। তিনি বলেন, দুই দেশের মধ্যে শিক্ষা, প্রযুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করা সম্ভব। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান একে অপরের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান যোগাযোগ চালুর ফলে জনগণের যাতায়াত ও পারস্পরিক যোগাযোগ সহজ হয়েছে উল্লেখ করে পাকিস্তানের হাইকমিশনার বলেন, করাচিতে বসবাসরত মানুষ এর মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। তিনি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরো সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বাংলাদেশি পণ্য ও পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের সম্ভাবনা তুলে ধরে পাকিস্তানের হাইকমিশনার বলেন, পাকিস্তানে বাংলাদেশের সিরামিক পণ্য, পান ও আনারসের চাহিদা ও জনপ্রিয়তা রয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য পাকিস্তানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ অর্থায়নে বৃত্তি পাওয়ার সুযোগও রয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা, তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ কাজে লাগাতে তিনি বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। হাইকমিশনার বলেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণে দুই দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানো যেতে পারে।

বৈঠকে পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার মোহাম্মদ ওয়াসিফ, ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট অ্যাটাশে ওয়াকাস ইয়াসিন, খাদ্য সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানা, খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জসিম উদ্দিন খানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

তুরস্কে প্রদর্শিত হবে

(শেষ পাতার পর)

বাংলাদেশের প্যাভিলিয়নে পাটের তৈরি বিভিন্ন পণ্য, সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি এবং এসব পণ্যের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে। তুরস্কে পাট পণ্যের প্রদর্শনীর ডিসপ্লে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত হয়েছে। পাটের তৈরি ব্যাগ, ঘর সাজানোর সামগ্রী, হস্তশিল্পসহ বহুমুখী পণ্য আন্তর্জাতিক ক্রেতা, বিনিয়োগকারী ও নীতিনির্ধারকদের সামনে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হবে এ উদ্যোগের মাধ্যমে।

সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, বিশ্বজুড়ে পরিবেশদূষণ কমানো এবং প্লাস্টিকের বিকল্প ব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতা বাড়ায় পাটজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে। পাট প্রাকৃতিক, নবায়নযোগ্য ও জীবাণু বিয়োজ্য আঁশ হওয়ায় পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। গত ১৫ অক্টোবর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কপ-৩১-এর প্রস্তুতি নিয়ে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে এক বৈঠকে বাংলাদেশের পাটশিল্পের সম্ভাবনা তুলে ধরেন পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। বৈঠকে পাটকে প্লাস্টিকের পরিবেশবান্ধব বিকল্প হিসেবে তুলে ধরার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এর আগে, গত ২১ জুলাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে পাট খাতের রপ্তানি সম্প্রসারণ নিয়ে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের পাটপণ্যের পরিচিতি বাড়ানো এবং অর্থনৈতিক কূটনীতিকে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সরকারের এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের পাটশিল্পের বহুমুখী ব্যবহার, নতুন বাজার অনুসন্ধান এবং বিদেশি ক্রেতাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হতে পারে। একই সঙ্গে পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির মাধ্যমে দেশের ঐতিহ্যবাহী 'সোনালি আঁশ' খাতকে নতুনভাবে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হবে।

আজকের শিক্ষার্থীরাই

(শেষ পাতার পর)

মতো মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা বঙ্গভবন পরিদর্শন করেন।

কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক লাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটির সপ্তম থেকে নবম শ্রেণির বাছাই করা সেরা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা এ পরিদর্শনে অংশ নেন।

এ সময় শিক্ষার্থীরা বঙ্গভবনের বিভিন্ন স্থাপনা ঘুরে দেখেন। পরে বঙ্গভবনের দরবার হলে রাষ্ট্রপতি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন এবং তাদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কুশল বিনিময় ও অনানুষ্ঠানিক আলাপচারিতার সুযোগ পান।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদানকালে রাষ্ট্রপতি গুরুজন ও শিক্ষকদের যথাযথ সম্মান করার পাশাপাশি সন্তানদের জন্য বাবা-মায়ের আত্মত্যাগের কথা স্মরণে রেখে নিজেদের গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দিয়ে বলেন, বাবা-মা, শিক্ষক ও মুরুব্বিদের সবসময় সম্মান করতে হবে। নিজেদের সুশিক্ষিত ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে যেমন বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণ হবে, তেমনি জাতির প্রত্যাশাও পূরণ হবে। রাষ্ট্রপতি বলেন, বঙ্গভবন শুধু একটি ভবন নয়, এটি রাষ্ট্রের প্রতীক ও ইতিহাসের সাক্ষী। ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বঙ্গভবন পরিদর্শনে নিয়ে আসা হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বঙ্গভবন নিয়ে, রাষ্ট্র নিয়ে, ভবিষ্যতের নেতৃত্ব নিয়ে যেন তোমাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, সে জন্যই আজ তোমাদের এই পরিদর্শন।' এ সময় রাষ্ট্রপতি বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় দক্ষ হয়ে নতুন নতুন উদ্ভাবনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতির সচিব ও প্রেস সচিবসহ বঙ্গভবনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

লতাপাতায় জীবন

(শেষ পাতার পর)

প্যাকেজিং, পরিবহন ও পাইকারি ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন কয়েক হাজার মানুষ। স্থানীয়দের দাবি, প্রতি বছর এই গ্রামগুলোতে ভেষজ উপাদানকে ঘিরে কোটি টাকার বাণিজ্য হয়। ফলে প্রত্যন্ত এলাকার অনেক পরিবার ঘরে বসেই আয় করার সুযোগ পাচ্ছে। পাশাপাশি নারীরাও বাছাই, পরিষ্কার ও শুকানোর কাজে যুক্ত হয়ে পরিবারের আয়ে ভূমিকা রাখছেন। ফলে প্রত্যন্ত গ্রামের অনেক পরিবারের জীবিকা নির্বাহের পথ তৈরি হয়েছে।

তিন প্রজন্ম ধরে একই কাজ করছেন ডালেশ্বর গ্রামের মো. সুমন মিয়া। তিনি বলেন, এ ব্যবসা আমার দাদার বাবা শুরু করেছিলেন। আমার দাদা করেছেন, সেখান থেকে আমার বাবা করেছেন, বাবার কাছ থেকে আমি করছি। আমাদের এখানে ৩০০-এর ওপরে আইটেম পাওয়া যায়। এসব কাজের সঙ্গে তিন ধরনের লোক জড়িত। বিভিন্ন গ্রামের বনজঙ্গল, পাহাড়ি এলাকা থেকে ঔষধি গাছ সংগ্রহ করে আমাদের কাছে দেওয়া হয়। সেগুলোকে কাটিংসহ নানা ধরনের প্রসেসিং করে শুকানোর পর দেশের ভেষজ ঔষধ উৎপাদনকারীরা নিয়ে যান। আর এ কাজে গ্রাম দুটির ৩০০ থেকে সাড়ে ৩০০ পরিবারের কর্মের সংস্থান হয়েছে।

ঔষধি পাতা শুকানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন আলমগীর হোসেন। তিনি জানান, এখানে তিনি দৈনিক হাজিরাভিত্তিক কাজ করে থাকেন। এসব কাজে যুক্ত আছেন অনেক মানুষ। তারা মূলত প্রসেসিং করা ও শুকানোর কাজটি করে থাকেন। মো. নাঈম এ কাজে যুক্ত আছেন দীর্ঘদিন। তিনি বলেন, শুধু বনজঙ্গলই নয়, বাড়ির উঠানেও এখন আমরা ঔষধি গাছ রোপণ করে থাকি। নিমপাতা, পেঁপে, বয়রা, আমলকী, শাপলা, ক্ষুদেমানিকসহ বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী শুকিয়ে ভেষজ ঔষধ কোম্পানির কাছে সরবরাহ করে থাকি।

শ্রীপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সুমাইয়া সুলতানা বন্যা বলেন, ঔষধি গাছের পাতা, ছাল বিক্রি করে অনেকেই স্বাবলম্বী হয়েছেন। তিনি বলেন, বাড়ির আঙিনায় ঔষধি গাছগুলো চাষে উদ্বুদ্ধ করাসহ ঔষধি গাছের চারা বিতরণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

উন্নয়নের নামে ১২৪৩

(শেষ পাতার পর)

প্রজেক্টের কাজ হয়েছে ৬৫ শতাংশ, অর্থ পরিশোধ ৮৬ শতাংশ। ভিলেজ রোড রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্টের কাজ হয়েছে ৬৬ শতাংশ, অর্থ পরিশোধ ৭৭ শতাংশ। ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট মডার্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের কাজ হয়েছে ৭০ শতাংশ, অর্থ পরিশোধ ৭১ শতাংশ। ফ্লাড ড্যামেজড রুরাল রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্টের কাজ হয়েছে ৯১ শতাংশ, অর্থ পরিশোধ ১০০ শতাংশ। এসব প্রকল্প নিয়ে এলজিইডি চলতি বছরের আগস্টে একটি পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দেয়। প্রতিবেদনটি দুদকের তদন্তসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সংগ্রহ করেছেন। ওই প্রতিবেদনে দেখা যায়, একটি প্রকল্পে অনুমোদিত ৯৩৬ কোটি টাকার বিপরীতে ঠিকাদারকে ৯৯৬ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ চুক্তিমূল্যের চেয়ে ৬০ কোটি টাকা বেশি পরিশোধ করা হয়েছে। বরিশাল বিভাগের ৪২টি উপজেলায় যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে নেওয়া সাউদার্ন কান্ট্রি আয়রন ব্রিজ রি-কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন প্রকল্পটি চলতি বছরের জুনে শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত কাজের মাত্র অর্ধেক সম্পন্ন হয়েছিল। নথিপত্র অনুযায়ী, চুক্তিমূল্যের প্রায় ৯০ শতাংশ অর্থাৎ ৬২৪ কোটি টাকা ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, আটটি প্রকল্পের সম্মিলিত চুক্তিমূল্য ২ হাজার ১৪১ কোটি টাকা। সম্পন্ন কাজের পরিমাণ বিবেচনায় নেওয়া হলে মাত্র ৮২৬ কোটি ৩৮ লাখ টাকা পরিশোধ করার কথা। কিন্তু বাস্তবে ছাড় করা হয়েছে ২ হাজার ৬৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ সম্পন্ন কাজের মূল্য বিবেচনায় প্রায় ১ হাজার ২৪৩ কোটি টাকা বেশি পরিশোধ করা হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলার প্রস্তাবিত মালিয়ার হাট-কৈখালী হাট সড়কটির কয়েকটি অংশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ওই এলাকার বাসিন্দারা জানান, গত কয়েক মাসে এসব সড়কে বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা ঘটেছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তদন্ত অনুযায়ী, প্রকল্পগুলোর কাজ পাওয়া আটটি প্রতিষ্ঠানের মালিকানা মহিউদ্দিন মহারাজ ও তার পরিবারের সদস্যরা। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে- হরিণপালা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, ইএফটিই এন্টারপ্রাইজ, ইটিসিএল (প্রাইভেট) লিমিটেড, ইএফটিই ট্রেডিং করপোরেশন লিমিটেড, সাউথ বাংলা ট্রেডিং লিমিটেড, শিমু এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স তেলিখালী কনস্ট্রাকশন এবং ঈশান এন্টারপ্রাইজেস। সাবেক এমপি মহিউদ্দিন মহারাজের ভাই মেরাজুল ইসলামের মালিকানায় রয়েছে চারটি প্রতিষ্ঠান- ইএফটিই এন্টারপ্রাইজ, ইটিসিএল (প্রাইভেট) লিমিটেড, ইএফটিই ট্রেডিং করপোরেশন লিমিটেড এবং সাউথ বাংলা ট্রেডিং লিমিটেড। মেরাজুলের স্ত্রী শামীমা আখতারের মালিকানায় রয়েছে শিমু এন্টারপ্রাইজ। মহিউদ্দিন মহারাজ নিজে হরিণপালা ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের মালিক। অন্য দুই প্রতিষ্ঠান মেসার্স তেলিখালী কনস্ট্রাকশন ও ঈশান এন্টারপ্রাইজেসের মালিক মহিউদ্দিনের ছোট দুই ভাই শামসুদ্দিন ও মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন। পিরোজপুর এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় থেকে মেসার্স তেলিখালী কনস্ট্রাকশন ও ইটিসিএল (প্রাইভেট) লিমিটেড যৌথভাবে প্রায় ৩৭৫টি কাজের চুক্তি পেয়েছে। এসব কাজের মূল্য ১ হাজার কোটি টাকার বেশি। গত বছরের এলজিইডির একটি তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের সর্বোচ্চ পদে থাকা কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া এসব অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাৎ সম্ভব ছিল না। ওই তদন্ত প্রতিবেদনে পিরোজপুর-১ আসনের সাবেক এমপি ও মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, পিরোজপুর-২ আসনের সাবেক এমপি মহিউদ্দিন মহারাজ, সাবেক সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মেরাজুল ইসলাম, সাবেক নাজিরপুর উপজেলা চেয়ারম্যান নূরে আলম শাহীন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়ার নামও উল্লেখ করা হয়।

গত বছর মহিউদ্দিন মহারাজ, তার তিন ভাই, মেরাজুল ইসলামের স্ত্রী এবং স্থানীয় এলজিইডি ও জেলা হিসাব কার্যালয়ের ২২ কর্মকর্তাসহ মোট ২৭ জনের বিরুদ্ধে আটটি মামলা করে দুদক।

আটটি প্রকল্পে কাজ আংশিক সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দ থেকে ১ হাজার ৮০ কোটি টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগে এসব মামলা করা হয়।

দুদক জানায়, মহিউদ্দিন মহারাজ ও তার আত্মীয়দের নামে নিবন্ধিত আটটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই মূলত অর্থ তোলা হয়েছিল। মামলার ঘটনায় অভিযুক্ত ছয় কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের মধ্যে এলজিইডির পিরোজপুর কার্যালয়ের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এ কে এম মোজাম্মেল হক খান কারাগারে মারা যান। জেলা হিসাব কার্যালয়ের পাঁচ কর্মকর্তা জামিনে রয়েছেন। বাকি অভিযুক্তরা পলাতক বলে জানিয়েছেন দুদকের পিরোজপুর জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক আমিনুল ইসলাম। তিনি এ প্রতিবেদককে বলেন, ওই মামলার তদন্ত প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করা হয়েছে। দ্রুতই আদালতে এর চার্জশিট জমা দেওয়া হবে। অভিযুক্তদের পিরোজপুর ও ঢাকায় থাকা প্রায় ৩০০ কোটি টাকার সম্পদও জব্দ করেছে দুদক।

মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক

(শেষ পাতার পর)

হক মিলন আরও বলেন, 'মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে কীভাবে আধুনিক করা যায় সেটার জন্য আমরা অনেকগুলো উদ্যোগ নিয়েছি। আজকের সমাজে আমাদের বেঁচে থাকতে হলে শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের কোনো বিকল্প নেই।'

ঢাকা মেট্রোতে বহাল

(শেষ পাতার পর)

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল এবং সাবেক মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও ছবি সামাজিক মাধ্যমে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সহিংসতায় উস্কানি ও অর্থ জোগান দেয়ার অভিযোগও তুলেছেন ক্ষুব্ধ কর্মকর্তারা।

শিা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের নিরপেতা ও স্ব"ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রধান কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, একই আহ্বায়ক কমিটিতে থাকা অন্য একাধিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্' গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিটির ৩ নম্বর সদস্য রায়হান বাদশা, ৪ নম্বর সদস্য আফরোজা বেগম এবং ৫ নম্বর সদস্য সমীর কুমার রজক দাসকে ঢাকায় পদ থেকে সরিয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) অথবা ঢাকার বাইরে বদলি করা হয়েছে।

একই কমিটির ১৪ নম্বর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও সরোয়ার হোসেন ঢাকা মেট্রোতে কীভাবে বহাল রয়েছেন-তা নিয়ে ইইডি দপ্তরে জোর আলোচনা চলছে।

কর্মকর্তাদের একটি অংশের অভিযোগ, ঢাকা মেট্রোতে বহাল থাকতে মো. সরোয়ার হোসেন মোটা অংকের অনৈতিক আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে অধিদপ্তর প্রশাসনকে 'ম্যানেজ' করে রেখেছেন। ঢাকা মেট্রোতে যোগ দেয়ার পর থেকেই সহকারী প্রকৌশলী সরোয়ারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ঠিকাদারি সিন্ডিকেটের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রা ও অনৈতিক সুবিধার বিনিময়ে কাজ পাইয়ে দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি ঢাকা মেট্রোর সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী হাসান শওকতের কার্যালয়ে অর্থ লেনদেনের একটি ভিডিও গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর এই অঞ্চলের সামগ্রিক আর্থিক স্ব"ছতা নিয়ে প্রশ্ন আরও ঘনীভূত হয়। সরোয়ার হোসেনের উপস্'িতির কারণে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র গায়েব বা প্রশাসনিক তথ্য ফাঁসের আশঙ্কা প্রকাশ করছেন সাধারণ কর্মকর্তারা। অধিদপ্তরের সাধারণ কর্মকর্তারা সরোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্' গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। তাদের মতে, নিরপে তদন্তের স্বার্থে দরপত্র, কার্যাদেশ, প্রকল্প অনুমোদন ও সংশ্লিষ্ট আর্থিক রেকর্ডপত্র দ্রুত পুনর্নিরীণ করা প্রয়োজন।

অভিযোগসমূহের বিষয়ে সরোয়ার হোসেনের কার্যালয়ে সরাসরি যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, এসব অভিযোগ সঠিক না। মন্ত্রীদের সঙ্গে যেসব ছবি আছে, সেখানে আমি একা না সিনিয়র কর্মকর্তারাও উপস্'িত ছিলেন।

তবে শিা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জানান, 'বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছি। অভিযোগগুলো তদন্ত করে দ্রুত প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্' গ্রহণ করা হবে।'

একযোগে দেশের ৮৫ সাব-

(শেষ পাতার পর) আলী। আদেশে বলা হয়েছে, প্রশাসনিক চেইন সমন্বয়ের স্বার্থে নিবন্ধন অধিদপ্তরের ২৬ অক্টোবরের স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রারদের পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বর্তমান কর্মস্থল থেকে বদলি করা হয়েছে। বদলি হওয়া কর্মকর্তাদের আগামী ২৯ অক্টোবরের মধ্যে মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার কাছে বর্তমান পদের দায়িত্বভার হস্তান্তর করতে হবে।

পাশাপাশি, বদলি হওয়া কর্মকর্তাদের অবিলম্বে নতুন কর্মস্থলে যোগদানের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারির জন্য মহাপরিদর্শক, নিবন্ধনকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আদেশে বলা হয়েছে, জনস্বার্থে এ নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

শেখ হাসিনাসহ ৩৪

(শেষ পাতার পর)

আটক থাকায় তাকে আদালতে হাজির করা হয়নি।

আদালতে আসামিপক্ষের আইনজীবী এহসানুল হক সমাজী, ফারজানা ইয়াসমিন রাখী, আহসান হাবীব, খায়রুল ইসলাম ও তরিকুল ইসলামসহ অন্য আইনজীবীরা আসামিদের অব্যাহতি চেয়ে শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষ এর বিরোধিতা করে। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত অব্যাহতির আবেদন নাকচ করে অভিযোগ গঠনের আদেশ দেন।

অভিযোগ গঠনের সময় আদালতে উপস্থিত আসামিরা নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন এবং ন্যায়বিচার প্রার্থনা করেন। মামলার অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ, সাবেক মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালি আসিফ ইনান।

এ ছাড়া আসামিরা হলেন আসিফ আহম্মেদ, তারেকুজ্জামান রাজিব, শেখ বজলুর রহমান, নুর মোহাম্মদ সেন্টু, তোফায়েল সিদ্দিক ওরফে তুহিন, রহমান মিয়া ওরফে এ কে এম অহিদুর রহমান, পলাশ, ওলিউর রহমান, খলিলুর রহমান, ইমন, এস এম রিয়াজুল হক তামিম, মাসুদুর রহমান বিপ্লব, আব্দুস সাত্তার ভূইয়া ওরফে এম এ সাত্তার, পারভেজ ওরফে গোল্ডেন পারভেজ, সুমন মিয়া ওরফে কাইল্লা সুমন, মিলন হোসেন, সোহেল ওরফে ভুইয়া সোহেল ওরফে বুনিয়া সোহেল, সলিম উল্লাহ সলু, ইরফান, মুহাম্মদ বদিউল আলম ওরফে বদিউজ্জামান, ফুরকান হোসেন, শাহজাহান খান, সাজ্জাদ হোসেন, ফারুক হোসেন অভি ও নাইমুল হাসান রাসেল। মামলার অভিযোগে বলা হয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই রাজধানীর মোহাম্মদপুরের চাঁদ উদ্যান এলাকায় গুলিতে নিহত হন ট্রাকচালক মো. হোসেন। ওই দিন তিনি গাবতলীতে ট্রাক রেখে বাসায় ফিরছিলেন। চাঁদ উদ্যান এলাকায় পৌঁছালে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় ২০২৪ সালের ৩১ আগস্ট নিহত হোসেনের মা রীনা বেগম বাদী হয়ে মোহাম্মদপুর থানায় হত্যা মামলা করেন। পরে ২০২৫ সালের ২৩ নভেম্বর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও মোহাম্মদপুর থানার উপপরিদর্শক আকরামুজ্জামান শেখ হাসিনাসহ ৩৪ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

এনবিআরের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান

(শেষ পাতার পর)

জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। অবসরে যাওয়ার আগে আহসান হাবিবকে নিজ ক্যাডারে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

ঢাকায় নাগরিক সেবা নিশ্চিত

(শেষ পাতার পর)

আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, একেকটি ওয়ার্ডের সমস্যা একেক রকম। কোথাও সড়কের অবস্থা খারাপ।

কোথাও চলাচলে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। আবার কোথাও নাগরিক শৃঙ্খলা ও পরিবেশের উন্নয়ন জরুরি। তাই সব এলাকার জন্য একই ধরনের পরিকল্পনা না করে স্থানীয় বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে সমস্যার সমাধান করতে হবে।

শেখ রবিউল আলম বলেন, 'আপনারা সত্যিকারের সমস্যাটা তুলে ধরবেন। যেটা করলে সামগ্রিক উন্নতি হয়, সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষা হয়, সেটাই তুলে ধরবেন।'

রাজধানীর উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থের পরিবর্তে সামগ্রিক নগরস্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, ফুটপাতের দখল, সড়কে চলাচলের প্রতিবন্ধকতা এবং জনশৃঙ্খলার মতো বিষয়গুলো সমাধানের ক্ষেত্রে বৃহত্তর জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। নগরবাসীর স্বস্তি, সড়কে শৃঙ্খলা, পরিবেশের উন্নয়ন এবং দীর্ঘদিনের জরাজীর্ণ অবস্থা থেকে উত্তরণকে সামনে রেখেই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

সিটি করপোরেশনের প্রশাসনিক ও আর্থিক সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শেখ রবিউল আলম বলেন, দীর্ঘদিনের অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে রাতারাতি সব সমস্যার সমাধান করা সহজ নয়। বিশেষ করে বড় শহরের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা এবং নাগরিক সেবা সম্প্রসারণের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি, জনবল ও আর্থিক সক্ষমতা প্রয়োজন। সভায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালামসহ সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন ওয়ার্ডের সমস্যা তুলে ধরা এবং নাগরিক সেবা উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রত্যাশা নিয়ে মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

ড্রাইভিং লাইসেন্স ও গাড়ির

(শেষ পাতার পর)

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'সরকার জরিমানা ব্যতীত মূল কর ও ফি প্রদানপূর্বক সব ধরনের মোটরযানের কাগজপত্র এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স হালনাগাদ করার সময়সীমা আগামী ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। এ অবস্থায়, আগামী ২৯ অক্টোবরের মধ্যে শেষবারের মতো জরিমানা ছাড়া মূল কর ও ফি জমা প্রদানপূর্বক সব ধরনের মোটরযানের কাগজপত্র (ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন ও রুট পারমিট) এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স হালনাগাদ করার জন্য বিআরটিএ-এর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।'

তীব্র হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব',

(শেষ পাতার পর)

সোমবার (২৬ অক্টোবর) আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ খো. হাফিজুর রহমান স্বাক্ষরিত বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, পূর্বমধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন পশ্চিমমধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড়টি আজ দুপুর ১২টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ৮৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, কক্সবাজার থেকে ৭৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, মোংলা থেকে ৭৮৫ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ৭৫৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থান করছিল। এটি আরও ঘনীভূত হয়ে ভারতের অন্ধ্র উপকূলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৫৪ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২ কিলোমিটার, যা দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়ার আকারে ৮৮ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঝড়ের কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায় সাগর খুবই উত্তাল রয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ২ নম্বর দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সব মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চলতি বছরই ১ লাখ আনসার

(শেষ পাতার পর)

কারিগরি দক্ষতার মান সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

ডিজি আরও উল্লেখ করেন, বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের চাহিদা ও বেঁধে দেওয়া কাজের দক্ষতার ওপর ভিত্তি করেই এই জনশক্তি রফতানি করা হবে। প্রবাসী আনসার সদস্যদের জন্য ভালো বেতন কাঠামো ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষণরত আনসার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পরীক্ষার আগেই কি কুকুর

(শেষ পাতার পর)

পরীক্ষার আগেই কি কুকুর ক্যানসার শনাক্ত করতে পারে? গবেষণায় নতুন তথ্য। ওজন কমাতে রাতে ভাত খাওয়া কি বন্ধ করতে হবে? **পুষ্টিবিদের মতামত জানুন:** কুকুরের এই বিস্ময়কর ক্ষমতাকে প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে গবেষণাগারের কুকুরগুলোকে পরানো হয় সেন্সরযুক্ত বিশেষ পোশাক ও ৩ডি-প্রিন্টেড হেলমেট। 'ডগনোসিস'-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা আকাশ কুলগোদ ভালোবেসে এর নাম দিয়েছেন 'ডগি আয়রন ম্যান' স্যুট। পরীক্ষার আগেই কি কুকুর ক্যানসার শনাক্ত করতে পারে? গবেষণায় নতুন তথ্য **স্মৃতিশক্তি বাড়ায় যে ৮ খাবার:** এই স্ক্রিনিং বা পরীক্ষা পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ ও ঝুঁকিমুক্ত।

মাস্কে শ্বাস গ্রহণ: রোগীকে একটি সুতি মাস্কে প্রায় ১০ মিনিট স্বাভাবিক শ্বাস নিতে হয়। ল্যাবে পরীক্ষা: মাস্কটি ব্যাগবন্দি করে ল্যাবে পাঠানো হয়, যেখানে রোগী ও কুকুরের সরাসরি কোনো শারীরিক সংস্পর্শ ঘটে না।

দ্রুত ফলাফল: ল্যাবে রাখা নমুনা থেকে কুকুর মুহূর্তেই রোগের উপস্থিতি টের পেয়ে যায়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডেটা বিশ্লেষণ: ইউসি বার্কলে থেকে কগনিটিভ সায়েন্সে পড়াশোনা করা ২৬ বছর বয়সী আকাশ কুলগোদ এবং ইসরায়েলি স্পেশাল ফোর্সের ক্যানাইন ইউনিটের ভেটেরান ২৮ বছর বয়সী ইতামার বিতানের যৌথ মস্তিষ্কের ফসল এই প্রতিষ্ঠান। তারা কেবল কুকুরের বাহ্যিক আচরণের ওপর নির্ভর না করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করছেন। কুকুরের মস্তিষ্কের তরঙ্গ, শ্বাসের গতি ও অঙ্গভঙ্গি সেন্সরে ধরা পড়ে এবং এআই তা বিশ্লেষণ করে সুনির্দিষ্ট ডেটায় রূপান্তর করে। আকাশ কুলগোদের মতে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই কুকুরগুলো এক ঘণ্টায় হাজার হাজার নমুনার ঘ্রাণ পরীক্ষা করতে সক্ষম।

৯০ শতাংশের বেশি নির্ভুলতা ও চিকিৎসা সাময়িকীর স্বীকৃতি কর্ণাটক রাজ্যের ছয়টি হাসপাতালের ১,৫০০ জনেরও বেশি মানুষের ওপর পরিচালিত ডগনোসিসের একটি সাম্প্রতিক গবেষণা চিকিৎসা সাময়িকী 'জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল অনকোলজি'-তে প্রকাশ হয়েছে। এতে দেখা গেছে, সাতটি প্রধান ধরনের ক্যানসারের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির নির্ভুলতার হার ৯০ শতাংশেরও বেশি। বেঙ্গালুরুর রামাইয়া মেমোরিয়াল হাসপাতালের অনকোলজি বিভাগের প্রধান ডা. সন্তোষ কুমার দেবদাস এই গবেষণাকে প্রাথমিক কিন্তু অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক সংকেত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে, সাধারণ মানুষের চিকিৎসায় ব্যবহারের আগে আরও বড় পরিসরে পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন মনিপাল হাসপাতালের অনকোলজিস্ট ডা. নীলেশ রেড্ডি।

কুকুরদের যত্ন ও সুষম কাজের পরিবেশ: ল্যাবে 'ক্লোই' নামের এক ল্যাব্রাডর মিক্সসহ বিগল, ম্যালিনয়েস ও শেফার্ড জাতের প্রায় ১৫টি কুকুরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। 'স্নিফস্পেস' নামের সেন্টারে ইতিবাচক অনুশাসনের মাধ্যমে তাদের বিশেষ গন্ধ শনাক্ত করতে শেখানো হয়। কাজের পাশাপাশি তাদের আরাম ও আনন্দের বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়েছে-প্রতিদিন মাত্র ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট কাজ করতে হয় এবং সঠিক শনাক্তকরণের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র থেকে মিলিয়ে যায় সুস্বাদু পুরস্কার। **ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা:** ভারতে ১৪০ কোটি মানুষের মধ্যে প্রতি ৯ জনের ১ জন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে, যার প্রধান বাধা হলো দেরিতে রোগ নির্ণয়। এই বায়োটেক উদ্যোগটি চূড়ান্ত বাণিজ্যিক অনুমোদন পেলে জার্মানি ও ইসরায়েলের পর বিশ্বজুড়ে এটি হবে তৃতীয় এ ধরনের প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক পর্যায়ের এই সাশ্রয়ী স্ক্রিনিং ব্যবস্থা ভবিষ্যতে ক্যানসার চিকিৎসায় নতুন আশার আলো ছড়াবে বলে বিশ্বাস গবেষকদের।

জুনাইদ আহমেদ পলক জুলাইয়ে

(শেষ পাতার পর)

ব্রিফিংয়ে আইনজীবী এসব বক্তব্য তুলে ধরেন।

তবে আইনজীবীর এসব দাবি স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। মামলার অভিযোগ, আদালতের পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্য পক্ষের বক্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

চুয়েটের অচলাবস্থা নিরসনে

(শেষ পাতার পর)

পরিদর্শন করবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। এ সময় তাঁদের বক্তব্য, মতামত ও প্রস্তাবনা শুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করতে আজ সোমবার ইউজিসির পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সবাইকে চুয়েট ক্যাম্পাসে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বুধবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত শিক্ষকদের সঙ্গে এবং সকাল ১১:৩০টা থেকে দুপুর ১:৩০টা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন কমিটির সদস্যরা। এ ছাড়া দুপুর আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত কর্মকর্তা এবং বিকেল সাড়ে তিনটা থেকে চারটা পর্যন্ত কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের গত ১৮ অক্টোবরের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে চুয়েটের অচলাবস্থা নিরসন ও শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পুনরায় চালুর উদ্যোগের অংশ হিসেবে গত ১৯ অক্টোবর ইউজিসি ছয় সদস্যের এই পরামর্শক কমিটি গঠন করে। কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে ইউজিসির পূর্ণকালীন সদস্য অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ-আল-মামুনকে। কমিটি চুয়েট পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবে। একই সঙ্গে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পুনরায় চালু, শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করবে।

ট্রেনে কক্সবাজার যাবেন ১০

(শেষ পাতার পর)

পর্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। নিজ এলাকার স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে চট্টগ্রাম হয়ে সরাসরি কক্সবাজার পৌঁছাতে পারবেন তারা। ২০২৩ সালের ১ ডিসেম্বর কক্সবাজার এক্সপ্রেসের মাধ্যমে ঢাকা-কক্সবাজার রুটে বাণিজ্যিকভাবে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয়। প্রায় ৩৫ মাস পর মহানগর এক্সপ্রেসের রুট সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে কক্সবাজারে ট্রেনযাত্রার সুযোগ আরও বিস্তৃত হচ্ছে। আগে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে চলাচল করা ট্রেনটি এখন চট্টগ্রাম হয়ে পর্যটন নগরী কক্সবাজার পর্যন্ত যাবে।

মহানগর এক্সপ্রেস যাত্রাবিরতি দেবে নরসিংদী, ভৈরববাজার, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আখাউড়া, কসবা, কুমিল্লা, লাকসাম, নাঙ্গলকোট ও ফেনী স্টেশনে। এ ছাড়া ট্রেনটি ঢাকার বিমানবন্দর ও চট্টগ্রাম স্টেশনেও যাত্রাবিরতি থাকবে।

ফেনীর বাসিন্দা গাজী রাজ্জাক হোসেন ঢাকা পোস্টকে বলেন, ফেনী থেকে সরাসরি রেলপথে কক্সবাজার যেতে পারা আমাদের জন্য খুবই আনন্দের। এটা ফেনীবাসীর দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবি ছিল। অনেক দেরিতে হলেও এ সুবিধা পেতে যাচ্ছি আমরা। তবে যাত্রী চাহিদা বিবেচনা করে আসন সংখ্যা (সাধারণ এবং কেবিন) আরও বাড়ালে আমাদের খুশির মাত্রা বেশি হতো। আশা করছি কর্তৃপক্ষ ফেনীবাসী এ দাবিটিও বিবেচনায় নেবেন।

নতুন রুট উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আজ সোমবার রাত ৮টায় দেশের প্রধান ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন (কমলাপুরে) অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এতে রেলপথ মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম, প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ, সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেনসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সকালে ঢাকা ওয়াশপিটে রাখা মহানগর এক্সপ্রেসের রেক পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেন, পূর্বাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক মামুনুল ইসলাম, ঢাকা বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক এ বি এম কামরুজ্জামানসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেন দুপুরে ঢাকা পোস্টকে বলেন, আমরা সকালে মহানগর এক্সপ্রেসের রেক পরিদর্শন করেছি। কক্সবাজার যাওয়ার জন্য ট্রেনের রেক একেবারে প্রস্তুত আছে। আজ ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার আগে ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনে রেলপথ মন্ত্রী সার্বিক বিষয় নিয়ে জানাবেন।

কোন স্টেশন থেকে কক্সবাজারের জন্য কত আসন?

বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজারের দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে কক্সবাজার রুটে চলাচলের সময় মহানগর এক্সপ্রেস (৭২২) ট্রেনে মোট ৭০৬টি এবং কক্সবাজার থেকে ঢাকা রুটে চলাচলের সময় মহানগর এক্সপ্রেস (৭২১) ট্রেনে ৭৩৬টি আসন থাকবে।

ট্রেনটিতে শোভন চেয়ার (নন-এসি), স্নিগ্ধা (এসি), এসি বার্থ (রাতে শুয়ে যাওয়ার আসন) ও এসি সিট (দিনে বসে যাওয়ার আসন) শ্রেণির আসনের কোচ থাকবে। ট্রেনটির সাপ্তাহিক বন্ধ রোববার। সপ্তাহে ছয় দিন ঢাকা থেকে রাত সাড়ে ৮টায় এবং কক্সবাজার থেকে সকাল ৯টায় ট্রেনটি ছেড়ে যাবে।

ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাওয়ার পথে ঢাকা ও বিমানবন্দর স্টেশন থেকে এসি বার্থের ১২টি, স্নিগ্ধার ২৫টি এবং শোভন চেয়ারের ৫০টি আসন বরাদ্দ থাকবে। নরসিংদী থেকে এসি বার্থের ২টি, স্নিগ্ধার ১৫টি ও শোভন চেয়ারের ৩০টি আসন থাকবে। ভৈরববাজার থেকে এসি বার্থের ২টি, স্নিগ্ধার ১৫টি ও শোভন চেয়ারের ৪০টি আসন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

আশুগঞ্জ থেকে এসি বার্থের কোনো আসন থাকবে না। সেখান থেকে স্নিগ্ধার ৫টি ও শোভন চেয়ারের ১০টি আসন পাওয়া যাবে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এসি বার্থের ৪টি, স্নিগ্ধার ১৫টি ও শোভন চেয়ারের ৫০টি আসন থাকবে। আখাউড়া থেকে এসি বার্থের আসন না থাকলেও স্নিগ্ধার ১০টি ও শোভন চেয়ারের ২০টি আসন বরাদ্দ রয়েছে।

কসবা থেকে শুধু শোভন চেয়ারের ১০টি আসন থাকবে। কুমিল্লা থেকে এসি বার্থের ৪টি, স্নিগ্ধার ১৫টি ও শোভন চেয়ারের ৪৫টি আসন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। লাকসাম থেকে এসি বার্থের আসন না থাকলেও স্নিগ্ধার ৫টি ও শোভন চেয়ারের ১৫টি আসন থাকবে। নাঙ্গলকোট থেকে শুধু শোভন চেয়ারের ৫টি আসন বরাদ্দ রয়েছে।

ফেনী থেকে এসি বার্থের ২টি, স্নিগ্ধার ১৫টি ও শোভন চেয়ারের ৩০টি আসন পাওয়া যাবে। সর্বশেষ স্টপেজ চট্টগ্রাম থেকে এসি বার্থের ১০টি, স্নিগ্ধার ১০০টি ও শোভন চেয়ারের ১৫৫টি আসন বরাদ্দ থাকবে। এ ছাড়া বাকি আসনগুলো অন্যান্য গন্তব্যের যাত্রীদের জন্য বরাদ্দ।

অন্যদিকে, কক্সবাজার থেকে ঢাকায় ফেরার পথে বিভিন্ন স্টেশনের জন্য আসন বরাদ্দেও শ্রেণিভেদে পার্থক্য রয়েছে। চট্টগ্রামের জন্য এসি সিটের ২১টি, স্নিগ্ধার ৬০টি ও শোভন চেয়ারের ১২৫টি আসন থাকবে। ফেনীর জন্য এসি সিটের ৬টি, স্নিগ্ধার ২০টি ও শোভন চেয়ারের ৪০টি আসন বরাদ্দ রয়েছে। নাঙ্গলকোটের জন্য এসি সিট ও স্নিগ্ধার কোনো আসন নেই; শোভন চেয়ারের ৫টি আসন থাকবে। লাকসামের জন্য এসি সিটের ৩টি, স্নিগ্ধার ১৫টি ও শোভন চেয়ারের ৫টি আসন বরাদ্দ রয়েছে। কুমিল্লার জন্য এসি সিটের ৬টি, স্নিগ্ধার ২০টি ও শোভন চেয়ারের ৫০টি আসন থাকবে। কসবা থেকে এসি সিটের আসন না থাকলেও স্নিগ্ধার ৫টি ও শোভন চেয়ারের ১০টি আসন পাওয়া যাবে। আখাউড়া থেকে এসি সিটের ৩টি, স্নিগ্ধার ১০টি ও শোভন চেয়ারের ২০টি আসন বরাদ্দ রয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জন্য এসি সিটের ৬টি, স্নিগ্ধার ২০টি ও শোভন চেয়ারের ৬০টি আসন থাকবে।

আশুগঞ্জ থেকে এসি সিটের আসন না থাকলেও স্নিগ্ধার ১০টি ও শোভন চেয়ারের ১০টি আসন বরাদ্দ রয়েছে। ভৈরববাজার থেকে এসি সিটের ৬টি, স্নিগ্ধার ২০টি ও শোভন চেয়ারের ৩০টি আসন থাকবে। নরসিংদী থেকে এসি সিটের ৩টি, স্নিগ্ধার ২০টি ও শোভন চেয়ারের ৩০টি আসন বরাদ্দ রয়েছে। সর্বশেষ ঢাকা স্টেশনের জন্য এসি সিটের ১২টি, স্নিগ্ধার ২০টি ও শোভন চেয়ারের ৩০টি আসন থাকবে। বাকি আসনগুলো অন্যান্য গন্তব্যের জন্য বরাদ্দ।

বিভিন্ন স্টেশন থেকে কক্সবাজারের ভাড়া: বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজারের দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে কক্সবাজারের দূরত্ব ৫৮৩ কিলোমিটার। এ পথে মহানগর এক্সপ্রেসের শোভন চেয়ার শ্রেণির ভাড়া ৬৮৫ টাকা, স্নিগ্ধার ভাড়া ১ হাজার ৩১১ টাকা এবং এসি বার্থের ভাড়া ২ হাজার ৪০৮ টাকা। নরসিংদী থেকে কক্সবাজারের দূরত্ব ৫১৮ কিলোমিটার। এ পথে শোভন চেয়ারের ভাড়া ৬১০ টাকা, স্নিগ্ধার ১ হাজার ১৬৮ টাকা এবং এসি বার্থের ভাড়া ২ হাজার ১৪৩ টাকা। ভৈরববাজার থেকে দূরত্ব ৪৮০ কিলোমিটার। এ পথে শোভন চেয়ারের ভাড়া ৫৬৫ টাকা, স্নিগ্ধার ১ হাজার ৮১ টাকা এবং এসি বার্থের ভাড়া ১ হাজার ৯৮৮ টাকা।

আশুগঞ্জ থেকে কক্সবাজারের দূরত্ব ৪৫৪ কিলোমিটার। এ পথে শোভন চেয়ারের ভাড়া ৫৩৫ টাকা, স্নিগ্ধার ১ হাজার ২৪ টাকা এবং এসি বার্থের ভাড়া ১ হাজার ৮৮৫ টাকা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে দূরত্ব ৪৩৯ কিলোমিটার। এ পথে শোভন চেয়ারের ভাড়া ৫১৫ টাকা, স্নিগ্ধার ৯৮৯ টাকা এবং এসি বার্থের ভাড়া ১ হাজার ৮২৭ টাকা।

আখাউড়া থেকে কক্সবাজারের দূরত্ব ৪১৯ কিলোমিটার। এ পথে শোভন চেয়ারের ভাড়া ৪৯৫ টাকা, স্নিগ্ধার ৯৪৩ টাকা এবং এসি বার্থের ভাড়া ১ হাজার ৭৪৭ টাকা। কসবা থেকে দূরত্ব ৪০৩ কিলোমিটার। এ পথে শোভন চেয়ারের ভাড়া ৪৭৫ টাকা, স্নিগ্ধার ৯০৯ টাকা এবং এসি বার্থের ভাড়া ১ হাজার ৬৭৮ টাকা। কুমিল্লা থেকে কক্সবাজারের দূরত্ব ৩৭১ কিলোমিটার। এ পথে শোভন চেয়ারের ভাড়া ৪৩৫ টাকা, স্নিগ্ধার ৮৩৪ টাকা এবং এসি বার্থের ভাড়া ১ হাজার ৫৫১ টাকা। লাকসাম থেকে দূরত্ব ৩৪৯ কিলোমিটার। এ পথে শোভন চেয়ারের ভাড়া ৪১০ টাকা, স্নিগ্ধার ৭৮২ টাকা এবং এসি বার্থের ভাড়া ১ হাজার ৪৫৩ টাকা।

নাঙ্গলকোট থেকে কক্সবাজারের দূরত্ব ৩৩৪ কিলোমিটার। এ পথে শোভন চেয়ারের ভাড়া ৩৯৫ টাকা, স্নিগ্ধার ৭৫৪ টাকা এবং এসি বার্থের ভাড়া ১ হাজার ৪০২ টাকা। ফেনী থেকে দূরত্ব ৩০৩ কিলোমিটার। এ পথে শোভন চেয়ারের ভাড়া ৩৫৫ টাকা, স্নিগ্ধার ৬৮৫ টাকা এবং এসি বার্থের ভাড়া ১ হাজার ২৭৫ টাকা। সর্বশেষ, চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারের দূরত্ব ২০২ কিলোমিটার। এ পথে শোভন চেয়ারের ভাড়া ২৪০ টাকা, স্নিগ্ধার ৪৫৫ টাকা এবং এসি বার্থের ভাড়া ৮৬৭ টাকা।